এবার অন্নপূর্ণা

দেবাশিস বিশ্বাস

২০১০ সালে ১৭ মে। সকালেই একটা ছোট্ট খবর ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতন।প্রথম অসামরিক বাঙালি হিসাবে এভারেস্ট জয় করেছেন দুই পর্বতারোহী– বসন্ত সিংহ রায় ও দেবাশিস বিশ্বাস। মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগরের (MAk) দুই সদস্য। পেশায় বসন্ত দা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মী আর আমি দেবাশিস ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পরের বছরই ২ মে আমরা প্রথম অসামরিক ভারতীয় হিসাবে জয় করে ফেললাম পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম তথা অন্যতম রূঢ় শৃঙ্গ Mountaineers' Mountain-বলে খ্যাত– ক্যাঞ্চনজঙ্ঘা। পরপর এই দুই আকাশছোঁয় জয়ের খুশিতে সামিল হলেন আপামর পর্বতপ্রেমী। কিন্তু সাধ মিটল না আমাদের। সবাই যে আরওে আরও বেশি করে শুনতে চান দুর্গম, অগম্য আরও শৃঙ্গ জয়ের গল্প। সেই টানেই বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া পেতে পরের বছরই আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম নতুন অভিযানের আকর্ষণে, নতুন জয়ের আশায়। –১।

অন্নপূর্ণা - ১ (৮,০৯১ মি./২৬,৫৪৫ ফুট) উচ্চতার নিরিখে পৃথিবীর দশম উচ্চতম হলেও, পৃথিবীর যে চোদ্দোটি আট হাজার মিটারের অধিক উচ্চতার শৃঙ্গ আছে, তাদের মধ্যে জীবনহানির দিক দিয়ে প্রথম। তাই এই চোদ্দোটি শৃঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে কম আরোহন হয়েছে এই শৃঙ্গেই।

অন্নপূর্ণা অর্থাৎ শস্যের, খাদ্যের, সম্পদের দেবী। প্রথম এভারেস্ট আরোহনের তিন বছর আগে, ১৯৫০ সালের ৩ জুন প্রথম অন্নপূর্ণা ১ আরোহন করেন ফ্রান্সের দুই অভিযাত্রী মরিস হারজগ (Maurice Herzog) ও লুই ল্যাচেনাল (Louis Lachenal)। আটহাজারি শৃঙ্গের মধ্যে এটিই প্রথম বিজিত হয়। অথচ আজ পর্যন্ত সবচেয়ে কম অভিযাত্রী স্পর্শ করতে পেরেছেন এই শৃঙ্গ। Killer Mountain বলে খ্যাত অন্নপূর্ণা - ১ অভিযানের দুঃসাহসিক এই যাত্রায় এবার সামিল আমি ও বসন্ত দা, Mak- এর দুই সদস্য।

অন্নপূর্ণা মধ্য নেপালে অবস্থিত। জনপ্রিয় শহর পোখরার ঠিক উত্তরদিকে, কালীগন্ডকি নদীর পূর্বপার্শে এর অবস্থান। মধ্য নেপালের আর এক বিখ্যাত শৃঙ্গ ধৌলাগিরি (৮,১৬৭ মি.) আর অন্নপূর্ণার মাঝ দিয়ে কালীগন্ডকি নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলেছে পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত তৈরি করে।

অন্নপূর্ণা একাধিক শৃঙ্গের সমষ্টি। এই অঞ্চলে অন্নপূর্ণা ১ ছাড়াও আরও ১৩টি ৭০০০ মিটারের ও ১৬টি ৬০০০ মিটারের অধিক উচ্চতার শৃঙ্গ আছে। এই সবকটি শৃঙ্গ নিয়ে যে Annapuran Conservation Area তার আয়তন ৭,৬২৯ বর্গ কিমি– নেপালের বৃহত্তম। মূলত দুটি রূট দিয়েই অন্নপূর্ণা - ১ আরোহন হয়। একটি পোখরা থেকে যে রাস্তা জনসম (Jomsom) হয়ে বিখ্যাত তীর্থস্থান মুক্তিনাথ গেছে, সে পথে ফেদিতে নেমে, মোদিখোলা বরাবর গিয়ে অন্নপূর্ণা -১ এর দক্ষিণ গাত্র বেয়ে, আর অন্যটি ওই একই পথে আরও এগিয়ে গিয়ে লেতে গ্রামে নেমে হুমখোলা, মিরিষ্টি খোলা হয়ে অন্নপূর্ণা - ১ এর উত্তর গাত্র বেয়ে। আমাদের অন্নপূর্ণা অভিযান উত্তরের এই পথ ধরেই।

২ এপ্রিল, ২০১২, সোমবার। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু। গন্তব্য কাঠমান্ডু। বিমানবন্দরে আমাদের বিদায় জানাতে হাজির অসংখ্য পর্বতপ্রেমী, ক্লাব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। সেখানেই ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রমথেশ দাস মহাপাত্র আমাদের হাতে তুলে দিলেন জাতীয় পতাকা ও ক্লাব পতাকা। উপস্থিত সবার তরফে ক্লাব সভাপতি আমাদের আগাম শুভেচ্ছা জানালেন।

দেড় ঘন্টার মধ্যেই কাঠমান্ডু। শেরপা বন্ধু পেম্বা ও 'লোবেন এক্সপিডিশন' -এর কর্ণধার লোবেন শেরপা বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ওই দিনই বিকালে হোটেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন জীবন শ্রেষ্ঠ। নিউজিল্যান্ড নিবাসী মিসেস এলিজাবেথ হাউলির সঙ্গে ইনি কাজ করেন। পর্বতারোহণের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করাই এঁদের কাজ।

যাত্রার মঙ্গলকামনায় পরদিন আমরা পুজো দিতে গেলাম বৌদ্ধ গুম্ফায়। সেখানে প্রাজ্ঞ লামার আশীর্বাদ গ্রহণের পর আমরা গেলাম বৌদ্ধনাথ স্তুপে। সেখানে ১০৮ টি বাতি জ্বালালাম আমরা।

৪ এপ্রিল আমরা বেরিয়ে পড়লাম ভোররাতে। আমরা আমাদের সঙ্গী দুই শেরপা পেম্বা ও দাওয়া, কুকু নিমা ও নারবু। রাস্তাতেই প্রাতরাশ সেরে নিলাম। দুপুরে পৌঁছালাম বেনি। বেনিতে গাড়ি পাল্টে সেদিনই পৌঁছালাম ঘাসা। পরদিন সকালে বাসে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম লেতে। উচ্চতা, ২,৪৮০মিটার। এখান থেকেই শুরু হলে হাঁটা। ট্রেকিং।

ধৌলাগিরির পূর্ব ঢালে ছবির মতন সাজানো গোছানো গ্রাম এই লেতে। সেদিন ওখানেই থাকা। এখানেই জোগাড় হল প্রয়োজনীয় পোর্টার। চলল পুরোদমে গোছগাছের কাজ। পরদিন সকাল সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হল হাঁটা। সামনে এখন একটাই লক্ষ্য, অন্নপূর্ণা জয়।

শুরুতেই দড়ির ব্রিজ ধরে পার হতে হল কালীগন্ডকি নদী। পথ পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর। প্রথমেই পড়ল চোয়ো গ্রাম। হালকা হালকা ঢাল বেয়ে এবার একটু একটু করে উঠে যাওয়া। এরপর যে গ্রাম পড়ল তার নাম জিপ্রা। এবার পথ চাষের জমির মধ্য দিয়ে। গম, আলু, ভুট্টা– প্রধানত এসবেরই চাষ। এক জায়গায় কাঠের ফলকে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প বা ABC যাবার পথনির্দেশ। মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যেই ধীরে ধীরে উঠে যাওয়া।

এরপর আমরা নেমে এলাম ছোট্ট একটা নদীর বুকে। অন্য একটা দল উপর থেকে নেমে এসেছে, তাদেরই রান্না চলছে। একদম আমাদের চড়ুইভাতির মতন। উল্টোদিকের ঢাল দিয়ে তাদের কয়েকজন নেমে আসছে। এই পথেই উঠে যেতে হবে। নদীর পর শুরু হল খাড়া চড়াই। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। সেই পথে একটানা চলে বিকেল নাগাদ আমরা পৌঁছালাম কিছুটা সমতল মতন এক জায়গায়। শেপার্ডশ্ খড়কা। উচ্চতা প্রায় ৩,২৬০ মি.। রাতটা এখানেই কাটবে। তাই লাগানো হল তাঁবু।

সামনেই ধৌলাগিরি তার বিশালত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে। পরদিন সকালে ফের বেরিয়ে পড়া। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটানা চড়াই। পিছন

ফিরলেই চোখে পড়ছে ধৌলাগিরির বিশাল Range। খাড়া ঘাসের ঢালে বরফ পড়ে যাওয়ায়, পথ বেশ বিপদজনক। প্রতি পদক্ষেপেই পা পিছলে যাবার আশঙ্কা। তাই পা টিপে টিপে এগিয়ে চলা। ঢাল বেশি খাড়া হয়ে যাওয়ায়, একসময় বরফ কেটে কেটে পা রাখার জায়গা বানিয়ে এগোনো। এই পথ ধরেই বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম এই গিরিশিরার মাথায়। জায়গার নাম থুলোবুগিন পাশ। পাশের মাথায় পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে চোরতেন বানানো।

ফের এগিয়ে চলা। পথ সেই পূর্ব দিক বরাবর। এবার অপেক্ষাকৃত হালকা ঢাল। সদ্য পড়া বরফ জমে আছে ঘাসের ঢালে। সেই পথে চলে বিকালে পৌঁছে গেলাম সারাদিনের গন্তব্য হুমখোলা। উচ্চতা ৪,২৯০ মি.। ৮ এপ্রিল। সকালে সবাই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খাড়া পাহাড়ি ঢাল দিয়ে আড়াআড়ি পথ। পথে ঘাসের ঢালে প্রচুর বরফ পড়ে রয়েছে, তাই অত্যন্ত পিছল ও বিপদ্‌জনক। শেরপারা এগিয়ে গেল রাস্তা তৈরি করতে। দড়ির সাহায্যে চলছে রাস্তা তৈরির কাজ। সেই পথেই এক এক করে এগিয়ে চললাম আমরা।

এরপর বেশ খানিকটা নেমে আসন।। এক ছোট্ট ঝোরা পার হয়ে ফের খাড়া চড়াই। এবার যে গিরিশিরার উপর উঠে এলাম, তার মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু লাগাবার চিহ্ন। নীলগিরি অভিযানে এখানেই বেস ক্যাম্প লাগানো হয়।

পূর্ব দিক বরাবর চলা। চোখ তুললেই দেখা যাচ্ছে সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণা। পরপর কয়েকটি গিরিশিরা। চড়াই-উতরাই করে ধীরে ধীরে আমরা উঠে এলাম প্রায় ৫,০০০ মি. উচ্চতায়। এবার টানা নীচের দিকে নামা। একটানা অনেকটা নেমে আমরা পৌঁছলাম মিরিস্টির খোলা বা নীলগিরি খোলার বুকে। এরপর বোল্ডারের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হলাম মিরিস্টি খোলা। ওপারেই পড়ল তাঁবু। এখানেই রাত্রিবাস। ফের বেরিয়ে পড়া পরদিন সকালে। ঝকঝকে আবহাওয়া। সামনে তাকালেই চোখে পড়ছে তিলিচা শৃঙ্গ। পথেই পাথরের উপর বসে অল্প বিশ্রাম। সঙ্গের ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসা চা-এ গলা ভিজিয়ে নেওয়া।

আরও এগিয়ে আমরা এসেপড়লাম অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের ডানপাশে। এরপর পুরোটাই মোরেন এলাকা। মাঝে গ্লেসিয়াল পুল। পান্নাসবুজ তার জল। আমরা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছি যে জায়গায় তার তিনদিকই বিশাল বিশাল তুষারশৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ পূর্ব দিকে তাকালেই চোখে পড়ছে সেই অভীষ্ট অন্নপূর্ণা - ১। যার টানের এই বিজন দুর্গমে আসা। আর কিছুটা উঠেই পড়ল লম্বা এক সমতল ময়দান। দূর থেকেই চোখে পড়ছে বেশ কিছু তাঁবু। ছড়ান, ছিটান। এটাই অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প। পোর্টাররাও পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। প্রথমেই লাগানো হল কিচেন টেন্ট। মালপত্র গুছিয়ে রাখার পাশাপাশি হয়ে গেল রান্না। পোর্টাররা খাওয়া সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নেবে। ওরা লেতের পথে রওনা দিয়ে যথা সম্ভব নেমে যাবে, তাই এত ব্যস্ততা। খাওয়ার পর ওদের পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দিল পেম্বা। এরপর পোর্টাররা বিদায় নিয়ে ফিরে চলল। ওরাও বেসক্যাম্প গোছাতে শুরু করল। অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প। উচ্চতা ৪,২০০ মিটার বা প্রায় ১৪,০০০ ফুট। লাগানো হল আমার ও বসন্তদার জন্য দুটো তাঁবু, শেরপা আর ককের জন্য দুটো তাঁবু। আর টয়লেট টেন্ট।

দেখা মিলল প্রচুর পাখির। পরদিন সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে দেখে নেওয়া হল। এই অভিযানের বেশিরভাগ মালপত্র আগেই হেলিকপ্টারে চলে এসেছে। অন্য এক দল কাঠমান্ডুর ''সেভেন সানিট ট্রেক'' দলের সাথে। সেসব ওদের সাথে ২৬ মার্চ পৌঁছে গেছে বেসক্যাম্পে। এতদিন ওদের জিম্বায় ছিল এইসব মালপত্র। বেস ক্যাম্পের পুরো উত্তর আর উত্তরপূর্ব দিক খাড়া কালো পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এর পেছনেই তিলিচো শৃঙ্গ। দেওয়ালের আড়াল থেকে এখান থেকে দেখা যায় না তিলিচো শৃঙ্গ। উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্ব হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে অন্নপূর্ণা পর্যন্ত সুউচ্চ তাষার গিরিশিরা, যা অন্নপূর্ণা থেকে তিলিচো পর্যন্ত বিস্তৃত। এটাই বিখ্যাত Great Barrier Wall । একটু দক্ষিণ ঘেঁষে পশ্চিম দিকের যে ফাঁক, সেখান দিয়েই আমরা বেসক্যাম্পে উঠে এসেছি। পশ্চিমদিকের রয়েছে নীলগিরির বিভিন্ন শৃঙ্গ। সদস্যের তাঁবুর পাশেই যে ঢিবির মতন অংশ, তার উপরেই বানানো হয়েছে মন্দির। ১১ এপ্রিলের দিনটা শুরু হল ঐ মন্দিরে পুজো - অর্চনার মধ্য দিয়েই। যাত্রার মঙ্গলকামনায় পুজো দিলাম মন্দিরে পুজো - অর্চনার মধ্যে দিয়ে। লামার ভূমিকায় অন্য দলের এক শেরপা। অন্যান্য দলের মেম্বার শেরপারাও মেতে উঠলেন পুজোয়। টাঙানো হল প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। বিতরণ করা হল প্রসাদ। পুজো শেষে ব্রেকফাস্ট সেরে ক্যাম্প - ওয়ান এই পথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

প্রথমেই হালকা চড়াই এর ঢাল। এই ঢাল অন্নপূর্ণার উত্তর হিমবাহের ডানদিকের Right Lateral Moraine বা দক্ষিণ প্রান্তীয় গ্রাবরেখা। মাটি-পাথর-বালির ঢাল। আমাদের এগিয়ে চলার পথের ডানদিকে এই ঢাল একদম খাড়া নেমে গিয়ে পড়েছে হিমবাহের উপর। এরপর দড়ি ধরে খাড়া নেমে যেতে হল হিমবাহের বুকে। হিমবাহে নেমে হিমবাহের ডানদিক বরাবর চলা। মাঝে মধ্যেই পাথরের উপর পাথর বসিয়ে ক্রেয়ন বানানো, এগুলোই চলার পথের নিশানা।

হিমবাহের উপর দিয়ে বিভিন্ন জলধারা বয়ে চলেছে, বরফের মধ্যে নালার মতন তৈরি করে। মাঝে মাঝে হিমবাহের মধ্যে সেই জল জলে গ্লেসিয়াল পুল। আর চারপাশের বরফের নানান ভাস্কর্য। পুরো হিমবাহ জুড়ে অসংখ্য ক্রিভাস বা ফাটল। কোনোটা ছোটো, কোনোটা বা বিশাল, কারও মধ্যে উঁকি দিলে দেখা যাচ্ছে গহীন অন্ধকার। এখানে আমরা পরে নিলাম মাউন্টেনিয়ারিং বুট। খাড়া উঠে যাওয়া, কখনও পাথুরে ঢাল বরাবর, কখনও বরফের ঢাল। এবার বুটের তলায় লাগিয়ে নিলাম ক্রাম্পন, কাঁটার মতন, যা শক্ত বরফে চলার সময় পিছলে পড়া আটকায়। বিপদের ঝুঁকি প্রতিপদেই, তাই চূড়ান্ত সতর্কতা। কখনও Ice Axe -এ ভর দিয়ে, কখনও দড়ির সাহায্য নিয়ে এগোনো। খাড়া ঢাল বরাবর চলার পর পাহাড়ের ঢাল বরাবর আড়াআড়িভাবে ডানদিকে চলা, একে বলে ট্র্যাভার্স। সেসব পার হয়ে, আরও কয়েকটা ঢিপি পার হয়ে আমরা পৌঁছালাম ক্যাম্প - ১। ঘড়িতে তখন দুটো কুড়ি। পাথর আর বরফের ঢালের মাঝে অল্প সমতল মতন জায়গা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা তাঁবু আগেই লাগানো।

বেসক্যাম্প থেকে নিয়ে আসা প্যাক লাঞ্চ দিয়ে সারা হল দুপুরের খাওয়া। অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে, ওখানে একটা তাঁবু লাগিয়ে তার মধ্যে বয়ে আনা মালপত্র রেখে, আমরা নেমে এলাম বেসক্যাম্পে। বিদেশিদের যে দটো দল আছে, তারা ২৭ মার্চেই পৌঁছে গেছে বেসক্যাম্পে। ইতিমধ্যেই দু-দুবার ক্যাম্প-টু থেকে ঘুরেও এসেছে তারা। এখন অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত অভিযানের। শৃঙ্গ জয়ের। অনুকূল আবহাওয়ার খবর

পেলেই বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। তাই আমাদের সময়ের বড়ো-ই অভাব। ফলে ফের বেরিয়েপড়া পরদিন। সকাল সাড়ে আটটায় রওনা দিলাম আমরা। একই পথে চলে ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছালাম বেলা দুটোয়। আমাদের পৌঁছে দিয়ে নরবু বেসক্যাম্পে ফিরে গেল। এখন আমরা চারজন, আমি বসন্তদা, সাথে পেম্বা আর দাওয়া। চারজনের জন্য একটাই তাঁবু। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ক্যাম্প ওয়ান। এর ঠিক দক্ষিণদিকে অন্নপূর্ণা আর উত্তরদিকে তাকালেই চোখে পড়ছে তিলিচো শৃঙ্গ।

পরদিন আমরা দুজন ক্যাম্প ওয়ানেই বিশ্রাম নিলাম। সারাদিন ডাইরি লিখে, তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে সময় কাটল। সকালেই শেরপারা এগিয়ে গিয়েছে ক্যাম্প টুলাগাতে। ক্যাম্প-টু লাগিয়ে ওরা ফিরে এল দুপুর দুটো নাগাদ।

প্রতিদিনই সকালের দিকটা বেশ পরিষ্কার আবহাওয়া থাকছে, কিন্তু একটা-দেড়টার পর থেকে শুরু হচ্ছে একটানা তুষারপাত। ১৪ এপ্রিল, সকাল সোয়া আটটা। গন্তব্য ক্যাম্প টু। প্রথমেই হালকা ঢালের বরফের ময়দান। হিমবাহের উপর দিয়ে চলা, তাই অসংখ্য ক্রিভাস। আড়াআড়ি অন্নপূর্ণা নর্থ গ্লেসিয়ার পার হওয়া। হিমবাহের ডানপাশ থেকে আমরা চলে গেলাম একদম বাঁপাশে। এরপর পাথুরে দেওয়ালের মাঝ দিয়ে খাড়া নিরের বরফের ঢাল। প্রাণান্তকর চড়াই। দমবন্ধ করা আরোহণ। ফিক্সড রোপে জুমার লাগিযে আর নিরেট বরফে জুতোর ক্র্যাম্পন মেরে মেরে খাড়া দেওয়ালে শরীরটাকে টেনে টেনে তোলা। নিরেট বরফের দেওয়ালের পর নরম বরফের খাড়া ঢাল। মাঝে মধ্যে ক্রিভাস। সেসব পার হয়ে প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছালাম ক্যাম - টু। গতকালই শেরপারা এখানে তাঁবু লাগিয়ে গেছে। একটাই তাঁবু। তাতেই আশ্রয় নিলাম আমরা।

পরদিন ১৫ এপ্রিল, আমরা নেমে এলাম বেসক্যাম্পে। পর্বতারোহণে ওই ওঠা নামা লেগেই থাকে। এই চরম পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য। একেই বলে অ্যাক্লেমাইটাইজ হওয়া। সেদিনই খবর মিলল ১৯ আর ২০ এপ্রিল ওপরের আবহাওয়া সুবিধাজনক থাকবে। অন্নপূর্ণার চূড়ার দিকটায় হাওয়া থাকবে কম। ১৯ তারিখেই আরোহণ করার পরিকল্পনা নিয়ে, পরদিন 'সেভেন সামিট ট্রেক" দলের তিন সদস্য আর পাঁচ শেরপা বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক আগের দিনই নেমে আসা হয়েছে ক্যাম্প টু থেকে, তাই আমরা সেদিন বিশ্রাম নিলাম বেসক্যাম্পে। পরদিন ১৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার। সকাল সাড়ে ছটা। এগিয়ে চললাম আমরা, পথ সেই একই। মাথা তুলে চাইলেই দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণার মাথায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। তাই সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলা। একটানা চলে আমরা ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছলাম পৌনে এগারোটায়। অল্প কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চললাম ক্যাম্প-টু এর দিকে। পথেই একসময় সঙ্গে আনা লাঞ্চ প্যাক দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা ক্যাম্প - টু পৌঁছলাম বেলা আড়াইটা।

পরদিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য ক্যাম্প-থ্রি। প্রথমেই হালকা ঢালের বরফের ময়দান, পথ দক্ষিণ দিক বরাবর। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। পূর্বদিক থেকে উত্তরদিক বরাবর পরপর দেখা যাচ্ছে নীলগিরির বিভিন্ন শৃঙ্গ আর তিলিচো। বেশ সুন্দর বরফের ময়দান। ময়দানের শেষে পথ খাড়া উপরের দিকে। সামনেই খাড়া ঢালের মাঝে যে খাঁজের মতন দেখা যাচ্ছে, তাতে মাউন্টেনিয়ারিং পরিভাষায় বলে কুলোঁয়ার। পর্বতগাত্রে মাঝে অনেকটা গভীর নালার মতন খাঁজ। মারাত্মক বিপদজনক অংশ। উপর থেকে বরফ বা পাথর– কোনো কিছু গড়িয়ে পড়লে, তা এই খাঁজ দিয়ে সাংঘাতিক গতিতে নেমে আসবে। তাই এই এলাকা প্রচন্ড তুষারধ্বস প্রবণ। এর মাঝ দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। অন্নপূর্ণা আরোহণের সবচেয়ে বিপদসংকুল এলাকা। অন্নপূর্ণায় এত দুর্ঘটনা হবার অন্যতম কারণ এই কুলোয়াঁর। আর এই জন্যই অন্নপূর্ণায় অ্যাক্লেমাটাইজ হাওয়ার জন্য ক্যাম্প-টু উঠেই সবাই নেমে যায়। কুলোয়াঁর এর মাঝ দিয়ে চলার ঝুঁকি যতটা সম্ভব কম নেওয়া। ময়দানের শেষের দিকে তুষারধ্বস আছড়ে পড়ার চিহ্ন। প্রতিদিনই মাঝে মধ্যেই এই পথে ধ্বস নামছে।

এক এক করে সেই পথেই এগিয়ে চলা। দড়িতে জুমার লাগিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সেই পথ পার হওয়া। যে কোনো সময় তুষারধ্বস নামার হিমশীতল মৃত্যুভয়, একই সঙ্গে একটুও না থেমে, অদম্য জেদে এগিয়ে চলা। থেমে থাকা মানেই মৃত্যুকে হাতছনি দিয়ে কাছে ডাকা। সেই পথে যখন আমরা বেশ কিছুটা উঠেছি, তখন নেমে এল এক বিশাল তুষারধ্বস, বিপুল তার আকার। যেন যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে, পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে সে নেমে এল পথের সব কিছু গ্রাস করে নিতে। মূল ধ্বস চারপাশ কাঁপিয়ে, প্রলয় নাচন নেচে ডানদিক দিয়ে নেমে গেল, আমাদের উপর তুষারের ঝাপটা দিয়ে। অল্পের জন্য মৃত্যুকে ফাঁকি দিলাম আমরা।

ফের চলা। খাড়া নিরেট বরফের দেওয়াল। তাতে ক্র্যাম্পন মেরে মেরে উঠে যাওয়া। এরপর খাড়া পাথুরে দেওয়াল। তার উপর পাতলা বরফের আস্তরণ। ভয়ঙ্কর পেছল। পা রাখাই দায়। অসম্ভব কঠিন এ পথে চলা, যেন–ট্রাপিজের খেলা।

সেসব পার হয়ে পড়ল তিন-তিনটে সরাক–বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা ঝুলন্ত বরফের দেওয়াল, যাদের ঢাল ৯০ ডিগ্রি এরও বেশি। দুরূহ সেসব বাধা পার হয়ে, শেস সেরাকের উপর আমাদের ক্যাম্প থ্রি। উচ্চতা প্রায় ৬,৬০০ মিটার। বরফের ঢাল কেটে শেরপারা তাঁবু লাগাল। তখন বিকাল চারটে। পাশেই আইস টাওয়ার, বরফের ভঙ্গুর খাড়া দেওয়াল। আশেপাশেই পড়েছে অন্যান্য দলের কয়েকটা তাঁবু। সন্ধ্যায় পাশের আইস টাওয়ার ভেঙে আমাদের পাশে দুটো তাঁবু। গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। যদিও কারও কোনো শারীরিক ক্ষতি হল না, কিছু অন্যান্য আরোহীদের মনোবল দু-দুটো ধ্বসে একদম ভেঙে গেল। পরদিন ১৯ এপ্রিল। সকালেই জানা গেল এখানকার সব আরোহীই নেমে যাচ্ছে বেসক্যাম্পে। ওরা কেউই আর উপরের দিকে যেতে চাইছে না। বসন্তদা ও আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এরপর কী কর্তব্য? বেসক্যাম্পে নেমে ভালো আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে ফের উঠে আসা; নাকি আজই উপরে ক্যাম্প - ফোর - এ উঠে যাওয়া? বেসক্যাম্পে নেমে ভালো আবহাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে ফের উঠে আসা; নাকি আজই উপরে ক্যাম্প - ফোর -এ উঠে যাওয়া? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক হল, উপরের দিকেই যাওয়া হবে। ঠিক আগেই ''সেভেন সামিট ট্রেক" দলেরও তিন সদস্য আর পাঁচ শেরপা আছে, আর ঐ পাঁচ শেরপাই প্রচন্ড দক্ষ, মূলত ওরাই এবারের অন্নপূর্ণার রুট ওনে করেছে। এছাড়া ঐ তিন সদস্যের একজন আমেরিকান মহিলা 'ক্লিও' -এর কাছে ওয়েদার রিপোর্টের নিখুঁত খবর আসে। আমাদের ২০১১ এর কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের সময়ও 'ক্লিও' ছিল। ওর খবরে উপর ভিত্তি করেই আরোহণ হয়েছিল।

অতএব এগিয়ে চলাই স্থির হল। সকাল আটটা। এখান থেকেই লাগিয়ে নিলাম অক্সিজেন। প্রথমেই নিরেট বরফের খাড়া দেওয়াল। এরপর এক বিশাল ফাটল। এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ফাটলে নেমে পার হতে হল। এরপর একটানা চড়াই। আজ ঝকঝকে রোদ। তাই চলার কষ্টও বেশ বেশি, ওদিকে খাড়া বরফের ঢালে কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে বরফে, কোথাও আবার পাথরের মতন শক্ত আইসের দেওয়াল। বেলা একটা নাগাদ আমরা আগের আরোহীদের তাঁবু লাগাবার চিহ্ন পেলাম। তাঁরা বরফের ঢাল কেটে তাঁবু লাগিয়েছিল। এরপর পাওয়া গেল তাঁদের উপরের দিকে চলার পদচিহ্ন। সেই চিহ্ন বারবার এগিয়ে চলা। খাড়া ঢাল বেয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা ঠিক করলাম, যে পর্যন্ত পৌঁছেছি, সেখানেই তাঁবু লাগাবে। বেশ খাড়া বরফের ঢাল কেটে তাঁবু লাগাবার জায়গা বের করে লাগানো হল ক্যাম্প ফোর। উচ্চতা প্রায় ৭,২০০ মিটার। ঠিক হল কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে সেই রাতেই দশটা নাগাদ আমরা রওনা দেব চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। সেই মতন তাঁবুতেই বিশ্রাম। দাওয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায়, ঠিখ হল ওকে বিশ্রামের জন্য তাঁবুতেই রেখে যাওয়া হবে।

ঐ দিনই রাত দশটায় বেরিয়ে পড়লাম। বসন্তদা ও আমি সঙ্গে পেম্বা। হেড টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চললাম আমরা ঘন্টা খানেকের মধ্যেই পথের সাথী হিসাবে পেয়ে গেলাম আগের অভীযাত্রীদের। সারা রাত ধরে চলল একটানা আরোহণ। কখন্য নরম বরফের ঢাল, কখনও বা কঠিন আইসের দেওয়াল। দড়ি লাগানো নেই, তাই আইস অ্যাক্স আর ক্র্যাম্পনের উপর ভর করে আরোহণ। অন্ধকার সেই ভয়ঙ্কর ঢালে, আগে পরের অন্যান্য অভিযাত্রীদের হেড টর্চের আলোর ফুলকি পথের দিশা দেখাচ্ছে।

ভোর চারটে নাগাদ ক্রমশ পরিষ্কার হতে লাগল আকাশ। পূর্ব দিকের দিগন্তে সোনালি বলয়। উত্তর আর পূর্ব দিকের সমস্ত শৃঙ্গই পায়ের নীচে। সকালের সূর্যালোকে অন্নপূর্ণার শীর্ষ যেন সোনার মুকুট। মনে হচ্ছে আর তো কিছুক্ষণ...কিন্তু লম্বা পথ। যেন শেষই হয় না, অন্তহীন। শেষের অংশটি একটা খাড়া পাথুরে দেওয়াল। চার হাত-পায়ের সাহায্যে শেষের সেই অংশে উঠে আসা। একদম শেষে বরফের কুড়ি –বাইশ ফুটের খাড়া ঢাল। অবশেষে সেই খাড়া ঢালে উঠে এলাম আমরা। এর একদম উপরের অংশকে পাহাড়ি পরিভাষায় বলে কর্নিস, পায়ের চাপে যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে, তাই ঢালের একদাম মাথায় ওঠা যাবে না। একদম খাড়া ঢাল, ভালো করে দাঁড়াবার মতন কোন সমতল জায়গা নেই এই অংশই অন্নপূর্ণার শীর্ষ। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে দশটা ২০ এপ্রিল, শুক্রবার। ফের একটা ইতিহাস রচনা করে ফেললাম আমরা দেবাশিস বিশ্বাস ও বসন্ত সিংহ রায়। প্রথম অসামরিক ভারতীয় হিসাবে অন্নপূর্ণা-১ এর মাথায় আমরা ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলাম। পশ্চিমে ধৌলাগিরি, উত্তরে নীলগিরির বিভিন্ন শৃঙ্গ ও তিলিচো। ঠিক পূর্বদিকে অন্নপূর্ণার অপর এক শৃঙ্গ (৮,১০৩ মিটার), তার পিছনে অন্নপূর্ণা এর অন্যান্য শৃঙ্গ।

মিনিট পনেরো সেখানে কাটিয়ে আমরা নামতে শুরু করলাম। বিকাল চারটে নাগাদ পৌঁছে গেলাম ক্যাম্প ফোর। ক্যাম্প ফোর থেকেই ওয়াকিটকির মাধ্যমে বেসক্যাম্পে নিমাকে জনিয়ে দেওয়া হল অন্নপূর্ণ জয়ের সাফল্যের সংবাদ। পরদিন সকাল নটায় ফের নামতে শুরু করলাম আরা। খারাপ আবহাওয়া ও প্রচন্ড ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে নেমে এলাম ক্যাম্প টু। পরদিন নেমে এলাম সোজা বেসক্যাম্প। ২৩ এপ্রিল চলল গোছগাছের পালা। ২৪ এপ্রিল রওনা দিলাম নীচের দিকে। সেদিনই পৌঁছালাম হুমখোলা। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরদিন একদম লেতে।

২৫ তারিখ গাড়ি ধরে কাঠমান্ডু। কাঠমান্ডুতে একদিন কাটিয়ে ২৭ তারিখে প্লেনে কলকাতা বিমানবন্দর। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে অসংখ্য মানুষ। ঠিক যেন একটা উৎসবের মেজাজ। আমাদের সাথে সাথে সমস্ত পর্বতপ্রেমী মানুষ সমৃদ্ধ হলেন পৃথিবীর অন্যতম দুরূহ Killer Mountain বলে খ্যাত অন্নপূর্ণা - ১ শৃঙ্গ জয়ে। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় অন্যান্য অসংখ্য দুরূহ শৃঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারব আমরা, অর্থাৎ মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগর (Mak) এর সদস্যরা। আশায় রইলাম।